‘ক’ সেট

নমুনা উত্তর

এসএসসি-২০১৮

বিষয় ঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

(২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় কোড ঃ ১১১

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

*	প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু এ নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত নয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর এ নমুনা উত্তরের চেয়ে ভালো, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।	
*	প্রদত্ত নমুনা উত্তরের কোন বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
*	উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল প্রদত্ত নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।	
*	পরীক্ষার্থীর দক্ষতাস্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।	

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও **সম্ভাব্য নমুনা উত্তর** (Sample Answer)

এসএসসি পরীক্ষা ২০১৮

বিষয় ঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড ঃ ১ ১ ১**

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১/ক	১	আমনুন লিখতে পারলে
	০	আমনুন লিখতে পারলে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

আমনুন ধাতু থেকে নির্গত

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১/খ	২	তাকদির ও ঈমানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	তাকদিরের ধারণা লিখতে পারলে
	০	তাকদিরের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

তাকদির অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তাকদিরের ভালমন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ শুধু তার কাজ করার চেষ্টা করবে, আর ফলাফল দিবেন আল্লাহতায়ালা। তাকদিরে বিশ্বাস ব্যতীত মুমিন হওয়া যাবে না। তাই তাকদিরে বিশ্বাস ইমানের অংশ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১/গ	৩	আবদুর রহমানের কর্মকান্ডটি চিহ্নিত করে ইসলামের ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	ইসলামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	ইসলামের ধারণা লিখতে পারলে
	০	ইসলামের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

আবদুর রহমানের ধারনায় ইসলামের রূপরেখার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছি। ইসলাম হলো আল্লাহতায়ালা প্রবর্তিত ধর্ম বা জীবন বিধান। এটি মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নিয়ামত। এটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের দিক নির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে আবদুর রহমান মনে করে ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজন সব কিছুই ইসলামে আছে। সুতরাং আবদুর রহমানের ধারনায় ইসলামের পরিপূর্ণ রূপরেখার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১/ঘ	৪	সাজ্জাদের মনোভাবটি চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কুফরের কুফল বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	সাজ্জাদের মনোভাবটি চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	কুফর ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	কুফর লিখতে পারলে
	০	কুফর লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসংগিক উত্তর লিখলে

১নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সাজ্জাদের মনোভাবটি কুফর। আল্লাহতায়ালার মনোনীত দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। কুফর হলো ইমানের বিপরীত। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাসের নাম ইমান। আর এসব বিষয়ে অবিশ্বাস করা হলো কুফর। উদ্দীপকে সাজ্জাদ মদ, জুয়া, সুদ-ঘুষ ইত্যাদিকে অবৈধ মনে করে না। সুতরাং তিনি একজন কাফির। এরূপ কুফরি মনোভাবের কারণে দুনিয়াতে মিথ্যাচার, পাপাচার ও অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে এবং আখিরাতে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করতে হবে। কুফর সম্পর্কে ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি যথার্থ।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২/ক	১	শিরক লিখতে পারলে
	০	শিরক লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

২নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

শিরক।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২/খ	২	আসমানি কিতাবে বিশ্বাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	আসমানি কিতাবের ধারণা লিখতে পারলে
	০	আসমানি কিতাবের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

২নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

আসমানি কিতাবে বিশ্বাস না করলে ইমানের মূল বিষয়ই নড়বড়ে হয়ে যায়। কেননা আসমানি কিতাবের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ তায়ালা, নবী-রাসুল, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। সুতরাং ইমান আনার জন্য আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। অন্যথায় পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২/গ	৩	সালেহার কর্মকান্ড চিহ্নিত করে তাওহিদ ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	তাওহিদ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	তাওহিদ লিখতে পারলে
	০	তাওহিদ লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

২নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সালেহা তাওহিদে বিশ্বাসী। তাওহিদের মূল কথা হলো আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। তিনিই প্রশংসা ও ইবাদতের একমাত্র মালিক। তার তুলনীয় কেউ নেই। উদ্দীপকে সালেহা তার সকল কাজে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। কেননা সে বিশ্বাস করে, সকল প্রশংসা ও ইবাদত তাঁরই জন্য নির্ধারিত এবং তিনি সকল গুণের আধার। সুতরাং সালেহার বিশ্বাস ও কাজে মহান আল্লাহর একত্ববাদের বিষয় তাওহিদ পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২/ঘ	৪	শাহানার মনোভাব চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে শিরকের কুফল বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	শাহানার মনোভাব চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	শিরক ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	শিরক লিখতে পারলে
	০	শিরক লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

২নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

শাহানার ধারণাটি শিরক। আল্লাহ তায়ালার সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তার সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে। সে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। উদ্দীপকে শাহানা মনে করে আল্লাহর পাশাপাশি অপর কোন গুণসম্পন্ন সত্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেই পরীক্ষায় সফল হওয়া যাবে। সুতরাং শাহানার ধারণাটি তাওহিদ পরিপন্থী তথা শিরক। প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ভুলক্রমে আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করে ফেললে সাথে সাথে পুনরায় ইমান আনতে হবে এবং বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অতএব শাহানাকে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩/ক	১	শরীয়ত শব্দের অর্থ পথ/রাস্তা/জীবন পদ্ধতি/আইন-কানুন/বিধি-বিধান যে কোন একটি লিখলে
	০	শরীয়ত শব্দের অর্থ পথ/রাস্তা/জীবন পদ্ধতি/আইন-কানুন/বিধি-বিধান যে কোন একটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৩নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

শরীয়ত শব্দের অর্থ পথ/রাস্তা/জীবন পদ্ধতি/আইন-কানুন/বিধি-বিধান ইত্যাদি।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩/খ	২	হাদিস ও আল-কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	হাদিসে ধারণা লিখতে পারলে
	০	হাদিসে ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৩নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

রাসুলুল্লাহ (স.) বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে সাধারণভাবে হাদিস বলা হয়। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স.) থেকেই হাদিসের উৎপত্তি। রাসুলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল। কেননা তখন আল-কুরআন নাযিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় রাসুলুল্লাহর (সা.) হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যাপকভাবে হাদিস লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়নি।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩/গ	৩	মনোয়ার সাহেবের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে মক্কা বিজয় পরবর্তী সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	মক্কা বিঝয় পরবর্তী ক্ষমা ঘোষণার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	মক্কা বিজয় পরবর্তী সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা লিখতে পারলে
	০	মক্কা বিজয় পরবর্তী সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৩নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মহানবি (স.) এর মক্কা বিজয় পরবর্তী সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মিল পাওয়া যায়। মক্কার কুরাইশ কাফিররা দীর্ঘ তের বছর অত্যাচার ও নির্যাতনে মহানবি (স.) কে জর্জরিত করেছিল, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, এমনকি প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিল। মক্কা বিজয়ের পর প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেয়েও তিনি সকলকে মাফ করে দেন। উদ্দীপকে সামাজিক প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে মনোয়ার আনোয়ার সাহেবের উপর চড়াও হন। এমনকি তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে তাকে নির্যাতন করেন। পরবর্তীতে আনোয়ার সাহেব প্রতিশোধ নেওয়ার সুবর্ন সুযোগ পেয়েও মনোয়ার সাহেবকে ক্ষমা করে দেন। সুতরাং মহানবি (স.) এর মক্কা বিজয় পরবর্তী সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সাথে আনোয়ার সাহেবের আচরণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩/ঘ	৪	আনোয়ার সাহেবের কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বিদায় হজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	আনোয়ার সাহেবের কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে
	২	বিদায় হজের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	বিদায় হজ লিখলে
	০	বিদায় হজ লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৩নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

আনোয়ার সাহেবের শেষে বাক্যগুলোতে মহানবির (স.) বিদায় হজের ভাষণ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মহানবি (স.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন, "দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যাবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে।" "ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, পূর্বের অনেকজাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।" "হে বিশ্বাসীগণ। স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।" উদ্দীপকে আনোয়ার সাহেব শেষ বাক্যগুলোতে বলেন, দাস দাসীদের প্রতি তোমরা সদ্ব্যবহার করবে। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। স্ত্রীদের সাথে সদয় আচরণ করবে। মহানবির (স.) বিদায় হজের ভাষণের সাথে আনোয়র সাহেবের ঘোষণাটি সাদৃশ্যপূর্ণ। মহানবি (সা.) তার ভাষণের মাধ্যমে যে দিক নির্দেশনা তুলে ধরেছিলেন। বাস্তব জীবনে তিনি তা অনুশীলন করেছেন। আমরাও আমাদের বক্তব্যে যা বলব তা অনুশীলন করব। তাহলে আমাদের দেশ ও জাতি আরো সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত হবে।

৪নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪(ক)	১	• সংরক্ষিত ফলক লিখতে পারলে
	০	• সংরক্ষিত ফলক লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সংরক্ষিত ফলক ।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪(খ)	২	• শানে নুযুলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	• শানে নুযুলের ধারণা লিখতে পারলে
	০	• শানে নুযুলের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাযিলের কারন বা পটভূমিকে 'শানে নুযুল' বলা হয় ।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪(গ)	৩	• হযরত উসমান কর্মকান্ড পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক হেলাল সাহেরের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	• হযরত উসমান (রাঃ) কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• হযরত উসমান (রাঃ) লিখতে পারলে
	০	• হযরত উসমান (রাঃ) লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এর আদর্শ ফুঠে উঠেছে । হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আরবের ধনাঢ্য ব্যক্তি । ইসলাম গ্রহনের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তাঁর সম্পদ ব্যয় করেন । মদিনাবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি আঠার হাজার দিনার ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন । মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রান হিসেবে খাবার বিতরণ করেন । মসজিদে নববিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন । উদ্দীপকের বেলাল সাহেবও ঠিক তেমনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পানির অভাব দূর করার জন্য অসংখ্য নলকূপ স্থাপন করেন । তাদের মধ্যে খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং মসজিদ নির্মান করে দেন । বেলাল সাহেবের কাজের মাঝে হযরত উসমানের (রাঃ) কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায় ।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪(ঘ)	৪	• মকবুল সাহেবের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে হযরত ওমরের শিক্ষা মূল্যয়ন করতে পারলে
	৩	• মকবুল সাহেবের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	• হযরত ওমর (রাঃ) কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• হযরত ওমর (রাঃ) লিখতে পারলে
	০	• হযরত ওমর (রাঃ) লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মকবুল সাহেবের কর্মকান্ড ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) কর্মকান্ডের অনুরূপ । প্রজাবৎসল ও মানবদরদী শাসক হযরত উমর (রাঃ) জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে পাড়া মহল্লায়ে ঘুরে বেড়াতেন । ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা নিয়ে তিনি তাঁবুতে দিয়ে আসেন । স্বীয় স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইনের স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য তার ঘরে নিয়ে যান । উদ্দীপকে স্থানীয় চেয়ারম্যান মকবুল সাহেব রোহিঙ্গা শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে রাতের অন্ধকারে ইউনিয়ন পরিষদের ত্রাণভান্ডার থেকে আটার বস্তা নিয়ে শরণার্থীদের মাঝে বিতরন করেন । এমনকি রোহিঙ্গা গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবকালীন সেবা দেওয়ার জন্য তাঁর স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যান । মকবুল সাহেবের কাজগুলো হযরত উমরের (রাঃ) কর্মকান্ডের প্রতিফলন । এসব মানবিক কর্মকান্ডে আমাদেরও অংশগ্রহণ করা উচিত ।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫/ক	১	কিয়াসের ধারণা লিখতে পারলে
	০	কিয়াসের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৫নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫/খ	২	মারফু হাদিসের ধারণ ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	মারফু হাদিসের ধারণা লিখতে পারলে
	০	মারফু হাদিসের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৫নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

যে হাদিসের সনদ বা বর্ণনা পরম্পরা মহানবী (স:) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫/গ	৩	তাওহিদের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে তাজবিদ ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	তাজবিদ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	তাজবিদ শিক্ষার অভাব লিখতে পারলে
	০	তাজবিদ শিক্ষার অভাব লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৫নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

তাওহিদের মাঝে তাজবিদ শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আল কুরআন সহিহ শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে পাঠ করা অত্যাবশ্যক। কুরআন মাজিদ ভুল ও অসুন্দর তিলাওয়াত করলে গুনাহ হয়। অশুদ্ধ ও অসুন্দর রূপে কুরআন তিলাওয়াত করলে নামায শুদ্ধ হয় না। শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নিয়মনীতিকে তাজবিদ বলা হয়। উদ্দীপকে তাওহিদ মাগরিব সালাত আদায়কালীন যেভাবে তিলাওয়াত করেছে এবং তার চাচা তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছে অশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করলে সালাত শুদ্ধ হবে না। সুতরাং তাওহীদের তিলাওয়াতে তাজবিদ শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫/ঘ	৪	আকরাম সাহেরেব কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে শরিয়তের আহকামের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	আকরাম সাহেরেব কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষার ধারণার ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা লিখতে পারলে
	০	শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৫নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

আকরাম সাহেবের মনোভাবে শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা ফুটে উঠেছে। এ গুলোর অন্যতম হচ্ছে হালাল-হারাম ও ফরজ-ওয়াজিব। হালাল হচ্ছে যা কুরআন হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বৈধ বলে প্রমানিত। হারাম হচ্ছে হালালের বিপরীত অর্থাৎ যা অবৈধ, সিদ্ধ, আইনানুগ বা অনুমোদিত বিষয়। ওয়াজিব লঙ্ঘন করলে কাফির হবে না। উদ্দীপকে আকরাম মনে করেন, শরিয়তের জ্ঞানার্জন সকলের জন্য অপরিহার্য। এর মাধ্যমে জীবনের হালাল, হারাম, ফরজ-

ওয়াজিবসহ যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানার্জন করা যায় আকরাম সাহেবের বক্তব্যটির মাধ্যমে শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। হালাল ও পবিত্র দ্রব্য মানুষের দেহ মস্তিককে সুস্থ রাখে। অপরদিকে হারাম মানুষকে অকল্যান ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফরজকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়। ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফির হবে না তবে কবীরাহ গুনাহ হবে। সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনায় আকরাম সাহেবের মনোভাবের যথার্থাতা প্রতিফলিত হয়েছে।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬(ক)	১	• আমানতের ধারণা লিখতে পারলে
	০	• আমানতের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কারো নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে।

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬(খ)	২	• দেশ প্রেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• দেশ প্রেমের ধারণা লিখতে পারলে
	০	• দেশ প্রেমের ধারণা লিখতে পার না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

দেশপ্রেম ইমানের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি নিজ জম্মভূমিকে ভালোবাসেন। দেশের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করেন। অপরদিকে যারা দেশকে ভালোবাসে না তারা চরম অকৃতজ্ঞ। তাই এরূপ ব্যক্তিরা কখনো প্রকৃত ধার্মিক ত মুমিন হতে পারে না। দেশপ্রেম ও দেশের সেবা করা ইবাদত স্বরূপ। আল্লাহ্পাক পরকালে দেশ রক্ষাকারীকে অশেষ কল্যাণ দান করবেন।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬(গ)	৩	• করিম সাহেব কর্মকান্ড চিহ্নিত করে তাকওয়ার ধারণা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থপন করতে পারলে
	২	• তাকওয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করাতে পারলে
	১	• তাকওয়া লিখলে
	০	• তাকওয়া লিখলে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

করিম সাহেবের আচরণে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তাকওয়া মানে বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলে। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে মুত্তাকী বলা হয়। উদ্দীপকের করিম সাহেব একজন খোদাভীরু কর্মকর্তা। তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলেন ও নিজেকে সকল প্রকার অন্যায় অনাচার ও পাপাচার থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। যথাসাধ্য ইবাদত বন্দেগীও করে থাকেন। সুতরাং করিম সাহেবের কর্মকান্ডে তাকওয়াবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৬ (ঘ)	৪	• কামালের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কামাল সাহেবের পরিণতি বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	• কামালের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	• ঘুষের ধারণা ব্যাখ্যা করাতে পারলে
	১	• ঘুষ লিখলে
	০	• ঘুষ লিখলে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কামালের কর্মকান্ডে ঘুষ চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পর ও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের কাজের জন্য নির্দিষ্ট বেতন পান। কিন্তু তারা যদি ঐ কাজের জন্যই অন্যায়ভাবে আরো বেশি কিছু গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। উদ্দীপকে কামাল অসৎ চরিত্রের লোক। সে উপরি পাওনা ছাড়া কোনো কাজ করেনা বরং মানুষকে হয়রানি করে। সুতরাং কামালর কাজটি ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। কামাল একজন ঘুষখোর ব্যক্তি সে ইহকাল ও পরকালে শাস্তি পাবে। কেননা রাসুল (সঃ) বলেছেন ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহিতা উভয়ই জাহান্নামী। সুতরাং এরূপ কাজ থেকে প্রতিটি মুসলমানের দূরে থাকা উচিত।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (ক)	১	• গিবতের ধারণা লিখতে পারলে
	০	• গিবতের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কারো অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (খ)	২	• আত্মশুদ্ধি ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• আত্মশুদ্ধি ধারণা লিখতে পারলে
	০	• আত্মশুদ্ধি ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার স্মরণ অনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখকেও আত্মশুদ্ধি বলে।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭(গ)	৩	• আশিকের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে প্রতারণার ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থপন করতে পারলে
	২	• প্রতারণা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• প্রতারণা লিখতে পারলে
	০	• প্রতারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আশিকের চরিত্রে আখলাকে যামিমার প্রতারণার বৈশিষ্ঠ্য বিদ্যমান। প্রতারণা মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলে। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। উদ্দীপকে ঔষধ ব্যবসায়ী আলিক তার দোকানে ন্যায্যমূল্যের সাইন বোর্ড লাগিয়ে মানুষকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ দিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন। সুতরাং আশিকের কর্মকান্ডে প্রতারণার চিত্র ফুটে উঠেছে।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭(ঘ)	৪	• জামিলের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সর্ম্পক স্থাপন করে যাকাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	• জামিলের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সর্ম্পক স্থাপন করতে পারলে
	২	• যাকাতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• যাকাত লিখতে পারালে
	০	• যাকাত লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

জামিল সাহেবের কর্মকান্ডে যাকাতের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ইসলামি শরিয়াতের পরিভাষায় কোনো মুসলিম নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয় বরং এটা গরিবের অধিকার। তাই আল্লাহতায়ালা যাকাত আদায় করাকে আবশ্যক করেছেন। উদ্দীপকে জামিল নিয়মিত ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি বছরান্তে সম্পদের হিসেব করে গরিব মিসকিনের মধ্যে নির্দিষ্ট অংশ বিতরণের মাধ্যমে তার উপর অর্পিত ফরজ ইবাদত আদায় করেন। যাকাত সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপন করেন। মানুষের মনে খোদাভীতি সৃষ্টি করে। যাকাতের ফলে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল লোকেরা ধীরে ধরে স্বচ্ছল হতে থাকে। কোনো মুসলামান যাকাত না দিলে সে আর পরিপূর্ন মুসলমান থাকতে পারেনা।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (ক)	১	• কর্তব্যপরায়ণতার ধারণা লিখতে পারলে
	০	• কর্তব্যপরায়ণতার ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা, দায়িত্বসমূহ পালন করা ইত্যাদি ।

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (খ)	২	• কর্মবিমুখতার কুফল ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• কর্মবিমুখতার ধারণা লিখতে পারলে
	০	• কর্মবিমুখতার ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মানবজীবনে কাজের কোনো বিকল্প নেই । কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য কলঙ্ক স্বরুপ । কর্মবিমুখতা মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে । এর ফলে নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয় । তাই বলা হয়েছে ইসলামে কর্মবিমূখতার সুযোগ নেই ।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮(গ)	৩	• সালেহার আচারণ চিহ্নিত করে শালীনতার ধারণাটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	• শালীনতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• শালীনতা লিখতে পারলে
	০	• শালীনতা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সালেহার আচরনে শালীনতা প্রকাশ পেয়েছে । শালীনতা অর্থ মার্জিত সুন্দর ও শোভন হওয়া । কথাবার্তা, আচার আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী নীতি আদর্শ অনুসারী হওয়ার দ্বারা শালীনতা অর্জন করা যায় । উদ্দীপকে সালেহার কথাবার্তা, আচার আচরণ, পোশাক পরিচ্ছেদ ও সর্বক্ষেত্রে লজ্জাশীল । তাই সে সকলের প্রিয় । সুতরাং তার আচরণে শালীনতার প্রকাশ পেয়েছে ।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮(ঘ)	৪	• সফিনার কর্মকান্ড চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে গিবতের কুফল বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	• সফিনার কর্মকান্ড চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	• গিবত ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• গিবত লিখতে পারলে
	০	• গিবত লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সফিনার কাজটি গিবত হিসাবে গণ্য । গিবত অর্থ পরনিন্দা, অসাক্ষাতে দূর্নাম করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা । কারও অনুপস্থিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুললে সে মনে কষ্ট পায়, তাকে গিবত বলে । উদ্দীপকে সালেহার সদগুণ ও গ্রহণযোগ্যতা দেখে সফিনা তার অনুপস্থিতে কুৎসা রটনা ও নিন্দা করে বেড়ায় । সফিনা সালেহার অনুপস্থিতে যেহেতু নিন্দা করে বেড়ায়, তাই তার কাজটি গিবত হিসাবে গণ্য । সফিনার মায়ের বক্তব্যটি যৌক্তিক । কারণ মহানবী (সঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয় না । তন্মধ্যে একজন হচ্ছে বিদ্বেষপোষণকারী । ইসলামে গিবত করা ও শ্রবণ করা হারাম । এ জন্য সে ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি ভোগ করবে । তাই এ ধরনের নিন্দনীয় আচরণ থেকে দূরে থাকা উচিত ।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(ক)	১	• পরিচ্ছন্নতার ধারণা লিখতে পারলে
	০	• পরিচ্ছন্নতার ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

পরিস্কার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থা হলো পরিচ্ছন্নতা ।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(খ)	২	• ইসলমের নারীর মর্যাদা ও সম্মান ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান ধারণা লিখতে পারলে
	০	• ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

এই হাদিসটিতে নারী জাতির মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হয়েছে। মা হিসাবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সঃ) এর অন্য একটি হাদিসে আছে, সন্তানের উপর পিতার চাইতেও মাতার অধিকার তিনগুন বেশি প্রদান করা হয়েছে। তাই মাতাকে সন্তানের সেবা যত্ন করতে হবে।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৯(গ)	৩	• রায়হানের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে খতমে নবুয়াতের ধারণা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	• খতমে নবুয়তের ধারণার ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• খতমে নবুয়তের বিশ্বাসের পরিপন্থি লিখতে পারলে
	০	• খতমে নবুয়তের বিশ্বাসের পরিপন্থি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

রায়হানের ধারণাটি ইসলামে খতমে নবুয়তে পরিশ্বাসের পরিপন্থি। খাতমুন শব্দের অর্থ শেষ বা সমাপ্তি। আর নবুয়ত হলো নবিগনের দায়িত্ব। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে, তিনি হলেন খাতামুল নাবিয়্যিন। নবুয়তের ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আঃ) থেকে। আর শেষ হয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর তিরোধানের মধ্য দিয়ে। উদ্দীপকে রায়হান বলেন যে, 'বৈজ্ঞানিকরা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়'। কাজেই তারা নবীদের পর্যায়ভূক্ত। সুতরাং রায়হান শেষ নবীকে অস্বীকার করায় তা খতমে নবুয়তে বিশ্বাসের পরিপন্থি।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৯(ঘ)	৪	• ইমাম সাহেবের উক্তি চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে খতমে নবুয়তের বিশ্বাসের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	• ইমাম সাহেবের উক্তি চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	• খতমে নবুয়তের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	• খমতে নবুয়ত লিখতে পারলে
	০	• খমতে নবুয়ত লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ইমাম সাহেবের উক্তিটিতে খতমে নবুয়তে বিশ্বাসের প্রতিফলন। খাতামুন শব্দের অর্থ শেষ বা সমাপ্তি আর নবুয়ত হলো নবিগনের দায়িত্ব। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ক্রমধারা শুরু হয় আদম (আঃ) থেকে। আর শেষ হয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর তিরোধানের মধ্য দিয়ে। উদ্দীপকে রায়হানের বক্তব্য শুনে ইমাম সাহেব বলেন মহানবী (সঃ) আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবি। সুতরাং তাঁর বক্তব্যে আল্লাহ রাসূলকে সর্বশেষ নবি বলার কারণে খতমে নবুয়তে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে খাতামুন নাবিয়্যিন হিসাবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। তাঁর পরবর্তীতে যারা নবি বলে দাবী করেছে তারা সবাই মিথ্যাবাদী। আমরা তাদেরকে নবি হিসাবে বিশ্বাস করব না। ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি যৌক্তিক।

১০নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০/ক	১	সন্ত্রাসের ধারণা লিখতে পারলে
	০	সন্ত্রাসের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১০নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় তান্ডবলীলার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে সন্ত্রাস বলে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০/খ	২	সত্যবাদিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	সত্যবাদিতার ধারণা লিখতে পারলে
	০	সত্যবাদিতার ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১০নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ । মানবজীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম । সত্যবাদিতার ফলে মানুষ উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় । সত্যবাদিতার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হবে । কেননা সত্য মানুষকে পুণ্যের পথ দেখায়, আর পুণ্য মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায় । সুতরাং বলা যায় যে, সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০/গ	৩	ফারহানের কর্মকান্ড চিহ্নিত পূর্বক মানবসেবায় ধারণাটি ব্যাখাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	মানবসেবায় ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	মানব সেবা লিখলে
	০	মানবসেবা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১০নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ফারহানের কাজটি মানবসেবা হিসাবে গণ্য করা যায় । মানবসেবা বলতে বুঝায় মানুষের সেবা করা ও সাহায্য সহযোগিতা করা । ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানব সেবার আওতাভূক্ত । আসমান যমিনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন । মানুষের কর্তব্য হলো এ সব সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া ও তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করা । উদ্দীপকে ফারহান সাহেব একদিন অফিসে যাওয়ার সময় তিনি দেখেন একজন অন্ধ রাস্তা পার হতে পারছেন না । তিনি তাকে রাস্তা পার করে দেন । একদিন এক পিপাসার্তকে পানির বোতল থেকে পানি পান করান । সুতরাং ফারহানের কর্মকান্ডটির মাঝে মানব সেবার দিকটি ফুটে উঠেছে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০/ঘ	৪	মারজানের কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	মারজানের কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লিখলে
	০	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১০নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মারজানের কাজটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হিসাবে গণ্য । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালোবাসা । আমাদের সমাজে বহু সম্প্রদালের লোক বসবাস করে । সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি । উদ্দীপকে ফারহান সাহেবের ছোট ভাই মারজান গ্রামে বসবাস করেন । তার প্রতিবেশি সুধাংশুর মা বর্ষার দিনে মৃত্যুবরণ করায় তাকে দাহ করার জন্য তিনি শুকনো কাঠ দিয়ে সহায়তা করেন । এখানে সুধাংশুর মা অন্য ধর্ম হওয়ার দরুন তাকে সাহায্য করার কারণে তার কাজটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হিসাবে গণ্য । ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য । কারণ জাতি-ধম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতে হবে । অন্য ধর্ম বা জাতির লোকজনের প্রতি অবিচার করা যাবে না । ইহকালীন শান্তির জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজয় রাখা জরুরী । যা ইমাম সাহেবের বক্তব্যের প্রতিফলন ।

১১নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১/ক	১	ইলমের ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	ইলমের ধারণা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১১নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ইলম হলো কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১/খ	২	মানব সেবা ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	মানব সেবার ধারণা লিখতে পারলে
	০	মানব সেবার ধারণা না লিখতে পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১১নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মানব সেবা বলতে বুঝায় মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা ও সাহায্য সহযোগিতা করা । জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা হলো মানব সেবা । এটি হাক্কুল ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত । মানুষের কর্তব্য হলো এসব সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া এবং তাদের সাথে যথাযথ ব্যবহার করা ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১/গ	৩	নুমান সাহেবের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে সুদের ধারণাটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	সুদের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	সুদ লিখতে পারলে
	০	সুদ লিখতে না লিখতে পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১১নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

নুমান সাহেবের কর্মকান্ড আখলাকে যামিমার সুদ বিষয়টি ফুটে উঠেছে । কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমানের উপর অতিরিক্ত আদায় কারকে সুদ বলা হয় । ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ । উদ্দীপকে নুমান সাহেব দুইলক্ষ টাকার বিনিময়ে দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয়ার শর্তে ধার দেন । তিনি মূল টাকা থেকে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করেছেন । সুতরাং তার কর্মটি সুদ হিসাবে গণ্য ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১/ঘ	৪	ফয়সালের কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কর্মবিমুখতার কুফল বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	ফয়সালের কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	কর্মবিমুখতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	কর্মবিমুখতা লিখলে
	০	কর্মবিমুখতা লিখতে না লিখতে পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১১নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ফয়সালের কর্মকান্ডটি কর্মবিমূখতার চিত্র ফুটে উঠেছে । কর্মবিমুখতা বলতে কাজ না করার ইচ্ছাকে বুঝায় । সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলে । জীবনে বড় হওয়ার জন্য বহু কাজ করতে হয় । সময়মত এসব কজ সম্পাদনের উপরই মানুষের উন্নতি ও সফলতা নির্ভর করে । মিনহাজের ছোট ভাই ফয়সাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বেকার দিন যাপন করেছেন । মিনহাজ সাহেব ফয়সালকে ব্যবসা বা চাকুরী করার পরামর্শ দিলে সে বলে এগুলো আমার ভাল লাগে না । ফয়সালের কর্মকান্ডের মাঝে কর্মবিমুখতার চিত্রটি ফুটে উঠেছে । ফয়সালে চাচার পরামর্শটি যৌক্তিক । কারণ কর্মবিমূখতা মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে । এতে মানুষ অকর্মন্য হয়ে পড়ে । মানুষের কর্মক্ষমতা লোপ পায় এবং আত্মসম্মানবোধ লোপ পায় । অন্যের অর্থে জীবন যাপন করার মানসিকতা তৈরি হয় । তাই একাজটি প্রতি মানুষের বর্জন করা উচিত ।